II Nibodhata July-Aug 2012

ধারাবাহিক রচনা

শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম

স্বামী সর্বাত্মানন্দ

শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম ভাষ্যের জন্য মহাভারতের অনুশাসনপর্বের একশো ঊনপঞ্চাশতম অধ্যায় থেকে আচার্য শংকর বেছে নিয়েছিলেন একশো বিয়াল্লিশটি শ্লোক। বিষয় অনুসারে এই শ্লোকগুলিকে বিভাজিত করলে দেখতে পাই, 'আমুখ' বা সূত্রধারকের কাজ করছে প্রথম শ্লোকটি, বৈশম্পায়ন ও জনমেজয়ের কথোপকথনের মাধ্যমে। দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্লোকটি যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন। পিতামহ ভীষ্ম এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন একশো সতেরোটি শ্লোকে। তার মধ্যে প্রথম দশটি শ্লোক যেন অনুবন্ধচতুষ্টয়—বিষয়, বিষয়ী, প্রয়োজন ও অধিকারীকে ব্যাখ্যা করেছে। পরবর্তী একশো সাতটি শ্লোকে মন্ত্রের মতো উচ্চারিত হয়েছে সহস্রনামাবলি। বহু প্রাতঃস্মরণীয় আচার্য এই একশো সাতটি শ্লোককে তথা একহাজার নামকে দিয়েছেন মন্ত্রের মর্যাদা। শুধুমাত্র এই নামের সঙ্গে 'নমঃ' পদ সংযুক্ত করে সচন্দন-তুলসীপত্রপুষ্পে নারায়ণের পূজা, তথা 'স্বাহা'পদ সংযুক্ত হোমের প্রচলন আছে। শেষ বাইশটি শ্লোক বিষ্ণুসহস্রনামের ফলশ্রুতি বা মাহাত্ম্য কীর্তন করেছে।

শ্রীবৈশম্পায়ন উবাচ

শ্রুত্বা ধর্মানশেষেণ পাবনানি চ সর্বশঃ।
যুধিষ্ঠিরঃ শান্তনবং পুনরেবাভ্যভাষত ॥১

অন্বয় : ধর্মান্ অশেষেণ পাবনানি চ সর্বশঃ শ্রুত্বা যুধিষ্ঠিরঃ শান্তনবং পুনঃ এব অভ্যভাষত।

শাংকরভাষ্য : বৈশম্পায়নো জনমেজয়মুবাচ—ধর্মান্ অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সোৎপত্তিহেতুভূতান্ চোদনালক্ষণান্ অশেষেণ কার্ৎস্ন্যেন পাবনানি পাপক্ষয়করাণি ধর্মরহস্যানি চ সর্বশঃ সর্বপ্রকারৈঃ শ্রুত্বা যুধিষ্ঠিরো ধর্মপুত্রঃ শান্তনবং শান্তনুসুতং ভীষ্মং সকলপুরুষার্থ-সাধনং সুখসম্পাদ্যম্ অল্পপ্রয়াসম্ অনল্পফলম্ অনুক্তম্ ইতি কৃত্বা পুনঃ ভূত এব অভ্যভাষত প্রশ্নং কৃতবান্।

ভাবানুবাদ : ব্যাসদেব বৈশম্পায়ন মহাভারতের কথাকার। এক লক্ষ শ্লোক সমন্বিত মহাকাব্য মহাভারত রচনার পর ব্যাসদেব প্রথমে নিজপুত্র শুকদেবকে তা অধ্যয়ন করান। অতঃপর সৌতি (সূত) বৈশম্পায়নাদি অন্যান্যদের পাঠ করান।

এখানে শ্রোতা জনমেজয় রাজা পরীক্ষিতের পুত্র, অর্জুনের প্রপৌত্র। তক্ষকদংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যু হলে শিশুপুত্র জনমেজয় রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। শমীকমুনি ও পরীক্ষিতের সর্পবৃত্তান্ত, পরীক্ষিৎকে শমীকপুত্র শৃঙ্গীর অভিশাপ, সাতদিনের মধ্যে তক্ষকের দংশন, শুকদেবের মুখে পরীক্ষিতের ভাগবতশ্রবণ—মহাভারত তথা ভাগবতের এক প্রসিদ্ধ কাহিনি। জনমেজয় বড়ো হয়ে পিতৃহন্তার প্রতিশোধস্পৃহায় 'সর্পসত্র' নামক মহাযজ্ঞের আয়োজন করেন। সর্পসত্রে যজ্ঞকর্মের অবকাশে বৈশম্পায়ন প্রতিদিন মহাভারত পাঠ করতেন।

বৈশম্পায়ন চিত্রের মতো এখানে উপস্থাপন করেছেন একটি দৃশ্যকে। নির্জন নদীতীর, বাতাস যেখানে স্বজনবিয়োগের শোকে স্তব্ধ, সদ্য স্বামীপুত্রহারা নারীদের দীর্ঘশ্বাসে ভারী, ভূমি যেখানে হিংসা-ক্ষমতা-অহংকার-আধিপত্যের পরিণামী রুধিরে আর্দ্র, সেখানে